



112041 - অনারবী ভাষায় খোতবা দেওয়া

প্রশ্ন

জুমার নামাযেরে ক্বতেরে কী করা আবশ্যকীয় দয়া করে আপনারা কি এ ব্যাপারে বস্তিতারতি জানাতো পারনে? আমরা নজিদেরে ভাষায় বক্তৃতা শুন। এরপর আযান দেওয়া হয়। এরপর আমরা চার রাকাত সুন্নত পড়ি। এরপর ইমাম আরবী ভাষায় খোতবা দেন। আমরা যা করি সটো কিসহি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

ফকিহবদি আলমেগণ এ ব্যাপারে একমত যে, খোতবা আরবীতে হওয়াই উত্তম। তবে আরবীতে হওয়া শর্ত কনি এ ব্যাপারে তারা তনিটি মতে মতভদে করছেন।

প্রথম অভমিত: যে ব্যক্তি আরবীতে খোতবা পশে করতে সক্ষম তার জন্য আরবীতে খোতবা দেওয়া শর্ত। এমনকি শ্রোতার যদ আরবী ভাষা না জাননে তবুও।

এটি মালকৌ মাযহাব ও হাম্বলী মাযহাবের মশহুর অভমিত।

[দখুন: "আল-ফাওয়াকহিদ দানী" (১/৩০৬), "কাশশাফুল ক্বনি" (২/৩৪)।

দ্বিতীয় অভমিত: আরবীতে খোতবা দতি সক্ষম ব্যক্তির জন্য আরবীতে খোতবা দেওয়া শর্ত; তবে শ্রোতাদের সকলে যদি আরবী ভাষা না জাননে তাহলে তনি তাদের ভাষায় খোতবা দবিনে।

শাফরৌ মাযহাবেরে আলমেদেরে নকিট এটাই সঠিক অভমিত। কছি কছি হাম্বলী আলমেও এ অভমিত ব্যক্ত করছেন।

[দখুন: ইমাম নববীর "আল-মাজমু" (৪/৫২২)]

তৃতীয় অভমিত: খোতবা আরবীতে হওয়া মুস্তাহাব; শর্ত নয়। খতীব আরবীর পরবির্তে তার নজিরে ভাষায় খোতবা দতি পারনে।

এটি ইমাম আবু হানফা ও কছি কছি শাফরৌ আলমেরে অভমিত।

[দেখুন: "রাদ্দুর মুহতার" (১/৫৪৩), "আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া" (১৯/১৮০)]

এই তৃতীয় অভিমতটাই সঠিক। সমকালীন বশে কছু আলমে এ অভিমতটিকে মনোনয়ন করছেন। যহেতু খোতবা আরবীতে হওয়া আবশ্যিককারী সুস্পষ্ট কোন দললি উদ্ভূত হয়নি। আর যহেতু খোতবার উদ্দেশ্য হচ্ছে— উপদশে দেওয়া, শকিষা ও উপকার হাছলি হওয়া। উপস্থিতি লোকদরে ভাষায় না হল তে সটো অরুজতি হবে না।

রাবতো আলমে ইসলামীর অধিকৃত "ফকিহ একাডেমী"-র সদিধান্তে যা এসছে সটো নমিনরূপ: "সরবাধিকি ভারসাম্যপূর্ণ অভিমত হচ্ছে— যে সকল দশে মানুয আরবীতে কথা বলে না সসেব দশে জুমার খোতবা ও দুই ঈদরে খোতবা সহহি হওয়ার জন্য আরবী ভাষায় হওয়া শরত নয়। তবে, ভাল হয় খোতবার ভূমিকা ও খোতবাতে অন্তর্ভুক্ত আয়াতসমূহ আরবীতে পশে করা; যাতে করে অনারবদরেকে আরবী ভাষা শুনতে ও কুরআন শুনতে অভ্যস্ত করা যায়। এটি আরবী শেখা এবং যে ভাষায় কুরআন নাযলি হয়ছে সে ভাষায় কুরআন পড়াকে সহজ করবে। এরপর খতীব তারা (শ্রোতারা) যে ভাষা বুঝে সে ভাষায় তাদেরকে উপদশে দবিনে।"[সমাপ্ত][কারারাতুল মাজমায়লি ফকিহি (পৃষ্ঠা-৯৯) (পঞ্চম অধবিশেন, পঞ্চম সদিধান্ত)]

ফতোয়া বযিয়ক স্থায়ী কমটির আলমেগণ বলেন:

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এমন কোন হাদিস সাব্যস্ত হয়নি যা প্রমাণ করে যে, জুমার খোতবা আরবীতে হওয়া শরত। বরঞ্চ তিনি জুমার খোতবা ও অন্যান্য খোতবা আরবী ভাষায় দতিনে যহেতু তাঁর নিজের ভাষা আরবী এবং তাঁর সমাজের লোকদরে ভাষাও আরবী ছিল। তাই তারা যে ভাষা বুঝে তিনি সে ভাষায় তাদের মাঝে খোতবা দতিনে, দকিনরিদশেনা প্রদান করতেন ও তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দতিনে। কিন্তু তিনি রাজাবাদশাদরে কাছও আরবী ভাষায় চঠিপিত্র পাঠিয়েছেন। তিনি জানতেন যে, তাদের ভাষা আরবী নয়। তিনি এটাও জানতেন যে, তারা তাদের ভাষায় অনুবাদ করিয়ে চঠিরি মর্ম বুঝে নবিলে।

এর আলোকে যে সকল দশে অধবাসীরা আরবী জানে না কথিা বশীর ভাগ মানুয আরবী জানে না সখোনকার জুমার খতীবেরে জন্য আরবীতে খোতবা (ভাষণ) দেওয়া জায়যে। এরপর সে খোতবা স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ পশে করবনে; যাতে করে লোকেরো কী উপদশে ও নসীহত করা হল সটো বুঝতে পারে এবং উপকৃত হতে পারে।

খতীবেরে জন্য জুমার খোতবা স্থানীয় অনারবী ভাষায় পশে করাও বধৈ। এভাবে খোতবা দলি দকিনরিদশেনা প্রদান, শকিষাদান, উপদশে প্রদান ও নসীহত করা সম্পন্ন হয়, খোতবার উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়।

তবে আরবীতে খোতবা দয়ি সটো শ্রোতাদের ভাষায় অনুবাদ করাটা উত্তম। এতে করে খোতবা প্রদান ও চঠিপিত্র প্রদানের ক্ষত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ অটুট রাখা এবং খোতবার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা উভয়টির মাঝে সমন্বয় সাধিত হয়। তাছাড়া এ সংক্রান্ত আলমেদরে মতভদেরে উর্ধ্বে থাকা যায়।"[সমাপ্ত][ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়মি



(৮/২৫৩)]

শাইখ বনি বায (রহঃ) বলেন:

"খুব সম্ভব অধিক নকিটবর্তী অভিমিত হচ্ছে (সঠিক ইলম আল্লাহর কাছে) এ মাসয়ালায় অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন অভিমিত দেওয়া। বলা হবে: যদি মসজিদে অধিকাংশ উপস্থিতি আরব হয়; যারা আরবী বুঝে না; তাহলে আরবী ভাষায় খোতবা দিতে কোন আপত্তি নাই। কথিবা আরবী ভাষায় খোতবা দিয়ে পরে এর অনুবাদ পশে করা।

আর যদি অধিকাংশ উপস্থিতি আরবী ভাষা বুঝে এবং মটোমটো ভাবটুকু তারা আয়ত্ত্ব করতে পারেন তাহলে উত্তম হচ্ছে আরবী ভাষায় খোতবা দেওয়া এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শের বরখলোফ না করা। বিশেষতঃ সালাফগণ এমন সব মসজিদে খোতবা দিতেন যেখানে আরবরা থাকত। কিন্তু এমন কোন উদ্ভূতি নাই যে, তারা খোতবা অনুবাদ করতেন। কেননা তখন আধিপত্য ছিল ইসলামের এবং নেতৃত্ব ছিল আরবী ভাষার।

আর অন্য ভাষায় খোতবা দেওয়া জায়গে হওয়ার পক্ষে শরিয়তে একটী দলিল রয়েছে। তা হল আল্লাহর বাণী: "আমি প্রত্যেকে রাসূলকে তার স্বজাতির ভাষা নিয়ে (ভাষাভাষী করে) পাঠিয়েছি, যাতে সে তাদের কাছে (আল্লাহর বার্তা) বুঝিয়ে বলতে পারে।"[সূরা ইব্রাহিম, আয়াত: ৪]

এ মর্মে আরকেটী দলিল হল সাহাবায়েরে রোম যখন পারস্য, রোম ইত্যাদি আরব দেশে অভিযান পরিচালনা করছিলেন তখন তারা অনুবাদকদের মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দায়ের আগে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন।"[মাজমুউ ফাতওয়া বনি বায (১২/৩৭২)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

"এ মাসয়ালায় সঠিক অভিমিত হচ্ছে উপস্থিতি মুসল্লগিণ যে ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা বুঝে না খতীবের জন্য সে ভাষাতে খোতবা দেওয়া জায়গে। যদি উপস্থিতি লোকজন আরব না হয় এবং আরবী ভাষা না জানে তাহলে খতীব তাদের ভাষাতে খোতবা দিবেন। কেননা এটাই হচ্ছে তাদেরকে বুঝানোর মাধ্যম। খোতবার উদ্দেশ্য হচ্ছে বান্দাদের কাছে আল্লাহর সীমারখোগুলোর বিবরণ দেওয়া, তাদেরকে উপদেশ দেওয়া, দকিনর্দিশেনা দেওয়া। তবে কুরআনের আয়াতগুলো আরবীতে বলা আবশ্যকীয়। এরপর উপস্থিতি লোকদের ভাষায় তাফসীর করা। খোতবা স্থানীয় ভাষায় হওয়ার দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: "আমি প্রত্যেকে রাসূলকে তার স্বজাতির ভাষা নিয়ে (ভাষাভাষী করে) পাঠিয়েছি, যাতে সে তাদের কাছে (আল্লাহর বার্তা) বুঝিয়ে বলতে বোঝাতে পারে।"[সূরা ইব্রাহিম, আয়াত: ৪]

আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, বিবরণ হতে হবে সম্বোধনিতরা যে ভাষা বুঝে সে ভাষায়। এর আলোকে খতীব আরবী ভাষায় খোতবা দিতে পারেন। তবে যখন কোন আয়াত তলোওয়াত করবেন তখন অবশ্যই আরবী ভাষায় করবেন; যে



ভাষায় কুরআন নাযলি হয়েছে। এরপর উপস্থিতি লোকেরে ভাষায় তাফসীর করবনে।"[সমাপ্ত][ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব (ফাতাওয়াস সালাত/সালাতুল জুমুআ)]

দখুন: 984 নং প্রশ্নোত্তর।

দুই:

জুমার নামাযের কাঠামোই পরবর্তন হয়ে যাওয়া উচিত নয়; যমেনটি প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে; তথা দুটো খোতবা প্রদান করা। একটি খোতবা স্থানীয় ভাষায় আযানরে আগে। আরেকটি খোতবা আরবী ভাষায় আযানরে পরে। বরং উচিত হচ্ছে হয়তো স্থানীয় ভাষায় খোতবা দবিনে। কথিবা আরবী ভাষায় খোতবা দবিনে এবং সাথে সাথে খতীব মম্বির থেকেই অনুবাদ করে দবিনে।

যারা আরবী ভাষা জানেন না তাদের সৌজন্যে মসজিদে হারামরে জুমার খোতবা বিভিন্ন বদিশী ভাষায় অনুবাদ করা সম্পর্কে শাইখ মুহাম্মদ বনি ইব্রাহিম (রহঃ) কে জিজ্ঞাসে করা হলে জবাবে তিনি বলেন: "উল্লেখিত বিষয়ে আমরা একমত পোষণ করি না। জুমার নামাযের আগের বা পরের খোতবা দেওয়া যায় না। যদি উদ্দেশ্য হয় যারা আরবী ভাষা বুঝে না তাদের কাছে খোতবার মর্ম পৌঁছানো তাহলে জুমার নামায ব্যতীত অন্য কোন সময় রঙের প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে খোতবা অনুবাদ করা যেতে পারে।"[সমাপ্ত][মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ মুহাম্মদ বনি ইব্রাহিম (৩/২০)]

আমরা সকল মুসলমিকে আরবী ভাষা শেখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করছি। যেহেতু এটি কুরআনের ভাষা। এর মাধ্যমে শরিয়তকে বুঝা যাবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসের মর্ম অনুধাবন করা যাবে।

শাইখ রশাদি রযো (রহঃ) বলেন:

"আমরা একাধিকবার ব্যাখ্যা করছি যে, আরবী ভাষা জানা প্রত্যেক মুসলমির উপর ওয়াজবি। কেননা দ্বীন বুঝা, দ্বীনরে অনুশাসনগুলো বাস্তবায়ন করা, দ্বীনরে ফরযগুলো আদায় করা— এ সবই আরবী ভাষা বুঝার ওপর নির্ভরশীল। এ ভাষা ব্যতীত এগুলোর পালন শুদ্ধ হয় না। জুমার খোতবা আরবীতে হওয়া তাগদিপূর্ণ হওয়ার দিক থেকে ও সাব্যস্ত হওয়ার দিক থেকে অপেক্ষাকৃত নমিনপর্যায়ের। যদিও জুমার খোতবা সবচেয়ে বড় শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান।

ইসলামের প্রথম যুগে যে সকল অনারব ইসলামে প্রবশে করত তারা অবলম্ব্যে আরবী ভাষা শিখিত; যাতে করে তারা কুরআন-সুন্নাহ বুঝতে পারে। ভাষাগত বন্ধন ব্যতীত উম্মাহর ঐক্য সাধিত হবে না। সাহাবায়েরোম যে দেশগুলো বজয় করতেন তারা সেখানে মানুষের উদ্দেশ্যে আরবী ভাষায় খোতবা দতিনে।

যে দেশগুলোতে সাহাবায়েরোম প্রবশে করতেন কিছুদিন যেতে না যেতেই ইসলামের প্রভাবে অল্প সময়ের মধ্যে সে দেশের ভাষা সাহাবায়েরোমের ভাষায় পরবর্তিত হত; দুনিয়াবী কোন উদ্ভুদ্ধকরণ ব্যতীত কথিবা বাধ্যবাধকতার শক্তি আরোপ



ব্যতীত। যদি সাহাবায়েরোমরে দৃষ্টিভিঙি এমন হত যে, অনারবদেরে মধ্যে যারা সাহাবীদের ধর্ম গ্রহণ করে তাদের ভাষার অনুমোদন করা তাহলে সাহাবায়েরোম দরী না করে এসব ভাষা শখিতনে এবং ঐ সব ভাষায় ইসলামেরে ফরয আমল ও ইবাদতসমূহ পালন করতনে। এভাবে রোমানভাষী রোমানভাষী থেকে যেতে। ফার্সভাষী ফার্সভাষী থেকে যেতে। এমনটাই চলতে থাকত।

আজ আমরা মুসলিমি উম্মহর মাঝে ভাষাগত যে ব্যবধান দেখতে পাই সেটো অপ-রাজনীতির সবচেয়ে বড় কুফল। ওসমানী ও ইরান সাম্রাজ্যদ্বয় যদি সর্বস্বতরে আরবী ভাষার ব্যবহারকে নিশ্চিতি করার চেষ্টা না করে তবে এমন একদিন আসবে যেনি তারা এর জন্য অনুতপ্ত হবে। ভারতে যে সংস্কার চলছে কথিবা অন্য কোন মুসলিমি দেশে যে সংস্কার চলছে আমরা সেটোকে গগণায় ধরনা; যদি না আরবী ভাষা শেখাকে প্রাথমিক শিক্ষার মরুদণ্ড গণ্য করা হয় এবং আরবীকেই জ্ঞানরে ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়।"[সমাপ্ত][মাজল্লাতুল বায়ান (৬/৪৯৬)]

চার:

জুমার আগের চার রাকাত সুন্নত: জুমার আগে কোন সুন্নত নহে। বরং জুমার আগে সাধারণ নফল নামায রয়েছে; কোন সংখ্যা নির্ধারণ করা ব্যতীত। ইতিপূর্বে 6653 নং ও 14075 নং প্রশ্নোত্তরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।